

৫০তম বিসিএম প্রিন্সি Pioneer Batch

বাংলা ভাষা

লেখক: ০৫

টপিক:

- ✓ সমাস
- ✓ বাগ্ধারা
- ✓ প্রবাদ ও প্রবচন

৫মার্চ
৬:৩৫

সুস্থিতকর্তে কে বাগ্ধারা
কোম্পানীকর্তে
প্রবচন



উত্তরণ

কারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

✓ জায়া 3 পাতি

~~সমাপতি~~

~~সমসামান্য পদ~~

①-৬ ①১১

ইউনাইট

① ~~সি~~

সর্বপদ

② ~~চি~~

সম্ভবত

বিশেষত

সম্ভবত

৫টি Output

③ ~~আমি~~

~~সিঃসিঃ~~

~~সমস্ত পদ~~

~~সমান্বিত পদ~~
~~সমস্ত পদ~~

উইব/সর্বপদ

সর্বস্বত্ব

① ①১

✓ ~~বিশেষত~~ ~~সর্বপদ~~

① ①১

সমাস ৬ পুরুষ

- ১১) চক্কু সমাস : উভয়পদ পূর্বান
- ১২) কর্মচারী সমাস
- ১৩) ভেঁষা
- ১৪) বিশ্ব
- ১৫) বাক্য
- ১৬) স্বপ্ন
- ১৭) স্বপ্ন
- ১৮) স্বপ্ন
- ১৯) স্বপ্ন
- ২০) স্বপ্ন
- ২১) স্বপ্ন
- ২২) স্বপ্ন
- ২৩) স্বপ্ন
- ২৪) স্বপ্ন
- ২৫) স্বপ্ন
- ২৬) স্বপ্ন
- ২৭) স্বপ্ন
- ২৮) স্বপ্ন
- ২৯) স্বপ্ন
- ৩০) স্বপ্ন

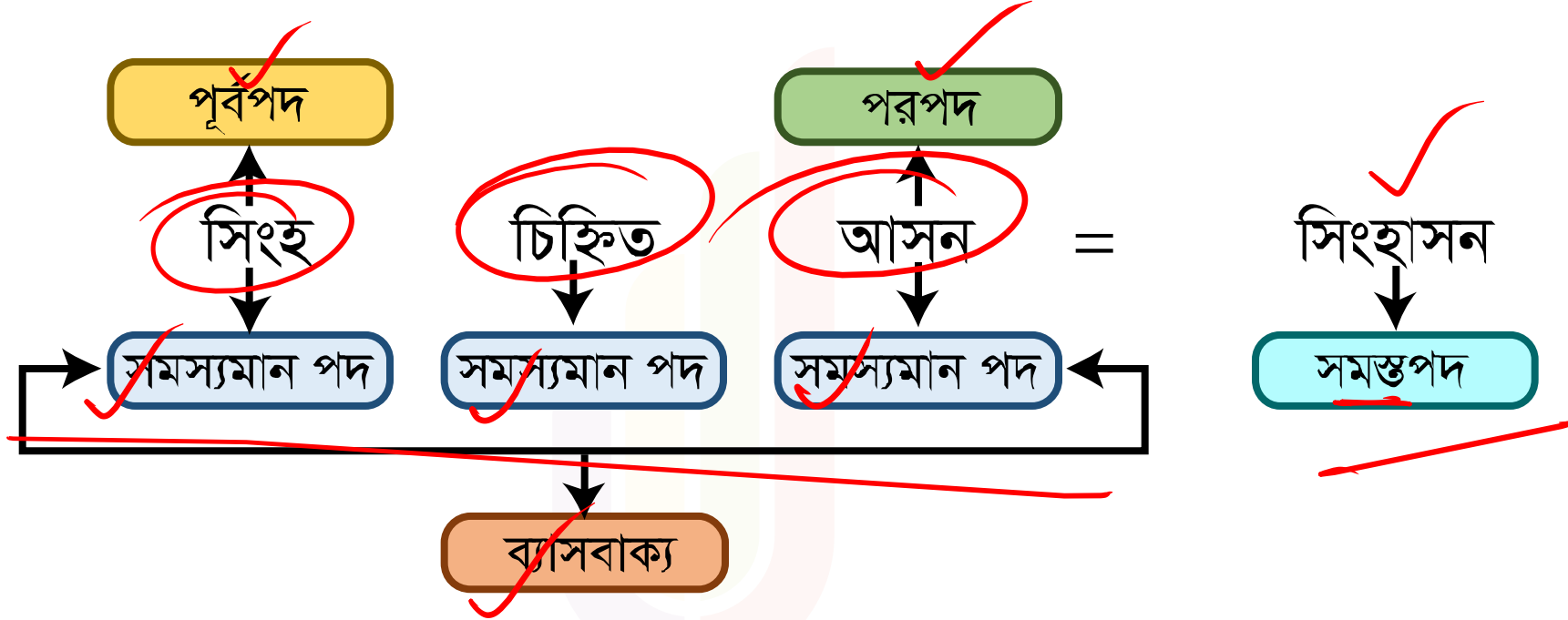
কোনো পদ পূর্বান না
কোনো দ্বিত্ব/কৃত্তিক
বোঝায়

- ১) চৌকাস
- ২) কাতা
- ৩) কাতা
- ৪) কাতা
- ৫) কাতা
- ৬) কাতা
- ৭) কাতা
- ৮) কাতা
- ৯) কাতা
- ১০) কাতা
- ১১) কাতা
- ১২) কাতা
- ১৩) কাতা
- ১৪) কাতা
- ১৫) কাতা
- ১৬) কাতা
- ১৭) কাতা
- ১৮) কাতা
- ১৯) কাতা
- ২০) কাতা
- ২১) কাতা
- ২২) কাতা
- ২৩) কাতা
- ২৪) কাতা
- ২৫) কাতা
- ২৬) কাতা
- ২৭) কাতা
- ২৮) কাতা
- ২৯) কাতা
- ৩০) কাতা

কাতা

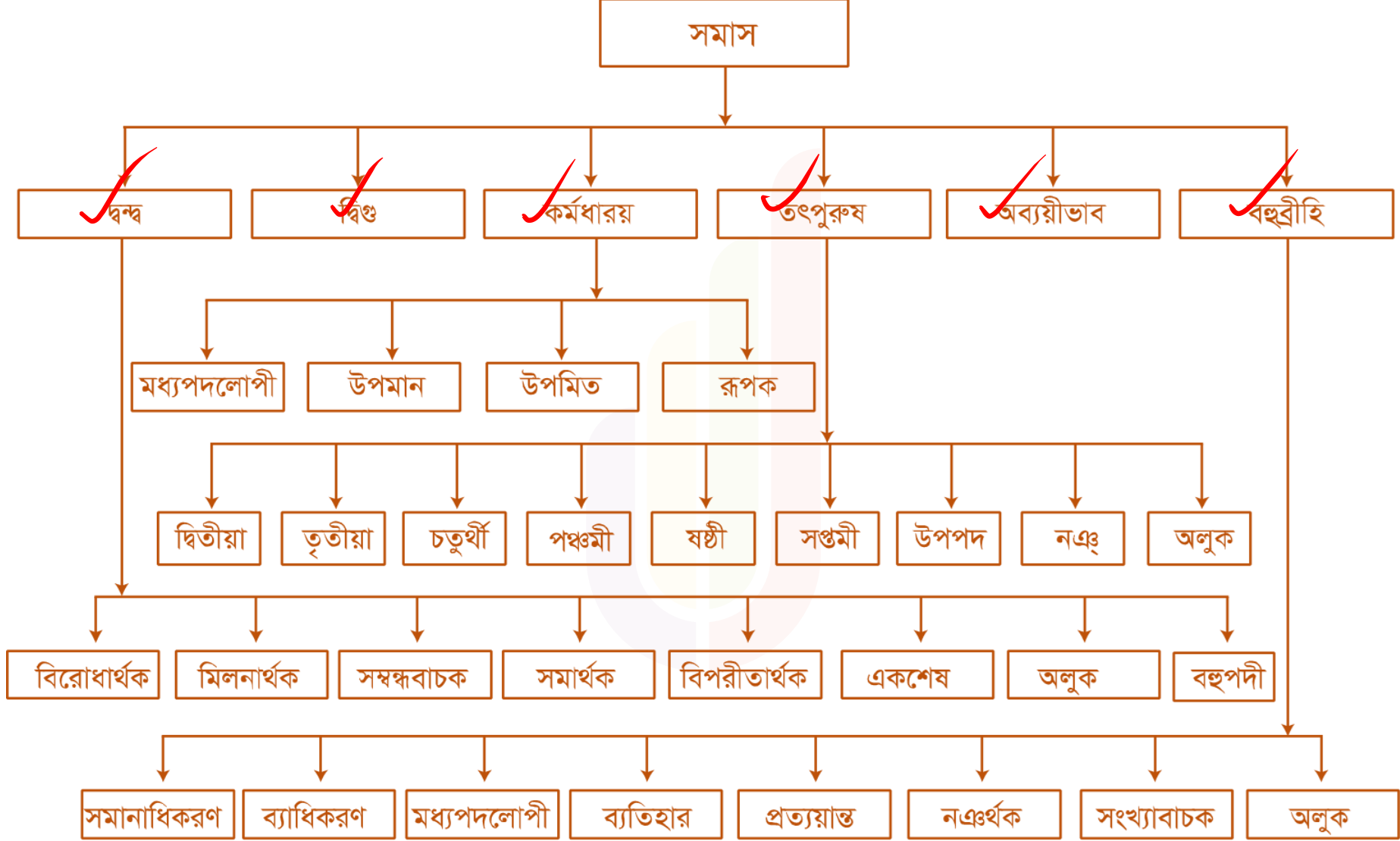
কাতা

□ সমাস গঠন প্রক্রিয়ায় ৫টি উপাদান আবশ্যিক:



■ সমাসের প্রত্যেকটা অংশকে প্রতীতি বলে। সমাসের প্রতীতি ৫টি।

সমাস





□ ব্যাসবাক্য দিয়ে সহজে সমাস চেনার উপায়:

➤ 'ও' 'এবং' 'আর' দিয়ে দ্বন্দ্ব	➤ সমাহারে <u>দ্বিগু</u> হয়,
➤ 'যে', 'যিনি', 'যেটি'/'যিনি', 'তিনি' দিয়ে হয় কর্মধারয়;	➤ বিভক্তি লোপ হলে <u>তৎপুরুষ</u> ;
➤ ব্যয়হীন পদটি <u>অব্যয়ীভাব</u> ;	➤ বিভক্তি লোপ না হলে <u>অনুক</u> তৎপুরুষ;
➤ 'যাহার' যোগে বহুব্রীহি;	

সমাস

দ্বিগু

অনুক
বিভক্তিহীন



□ বিভিন্ন প্রকার দ্বন্দ্ব সমাস

- ✓ সাধারণ দ্বন্দ্ব : কালিকলম ।
- ✓ মিলনার্থক শব্দযোগে : মা-বাপ, মাসি-পিসি, জ্বিন-পরি, চা-বিস্কুট ইত্যাদি ।
- ✓ বিরোধার্থক শব্দযোগে : দা-কুমড়া, আই-নফুল, স্বগ-নরক ইত্যাদি । →
- ✓ বিপরীতার্থক শব্দযোগে : আয়-ব্যয়, জমা-খরচ, ছোট-বড়, ছেলে-বুড়ো, লাভ-লোকসান ইত্যাদি ।
- ✓ অঙ্গবাচক শব্দযোগে : হাত-পা, নাক-কান, বুক-পিঠ, মাথা-মুণ্ড, নাক-মুখ ইত্যাদি ।
- ✓ সংখ্যাবাচক শব্দযোগে : সাত-পাঁচ, নয়-ছয়, সাত-সতের, উনিশ-বিশ ইত্যাদি ।
- ✓ সমার্থক শব্দযোগে : হাট-বাজার, ঘর-দুয়ার, কল-কারখানা, মোল্লা-মৌলভি, খাতা-পত্র ইত্যাদি ।
- ✓ প্রায় সমার্থক ও সহচর শব্দযোগে : কাপড়-চোপড়, পোকা-মাকড়, দয়া-মায়া, ধুতি-চাদর ইত্যাদি ।
- ✓ দুটি সর্বনামযোগে : যা-তা, যে-সে, যথা-তথা, তুমি-আমি, এখানে-সেখানে ইত্যাদি ।
- ✓ দুটি ক্রিয়াযোগে : দেখা-শোনা, যাওয়া-আসা, চলা-ফেরা, দেওয়া-থোওয়া ইত্যাদি ।
- ✓ দুটি ক্রিয়া বিশেষণযোগে : ধীরে-সুস্থে, আগে-পাছে, আকারে-ইঙ্গিতে ইত্যাদি ।
- ✓ দুটি বিশেষণযোগে : ভালো-মন্দ, কম-বেশি, আসল-নকল, বাকি-বকেয়া ইত্যাদি ।

মিলন

অনুক দ্বন্দ্ব

এ এ
সেই-বিদেই
কো-বিদেই
হাট-বাকি
তোথে-মুখে
হেঁদে-আঁবে
কিন-কো
সাবিধন দ্বন্দ্ব

বহুপদী দ্বন্দ্ব

সাথে-বিবি-গোলাম,
তেল-গুন-লাকড়ি

একশেষ দ্বন্দ্ব

আমরা
মে, তুমি ও আমি
আমাদের

✓ $\frac{\text{सर्वोपेक्षित}}{N} + A$

$\frac{\text{सर्वोपेक्षित}}{N} + A$

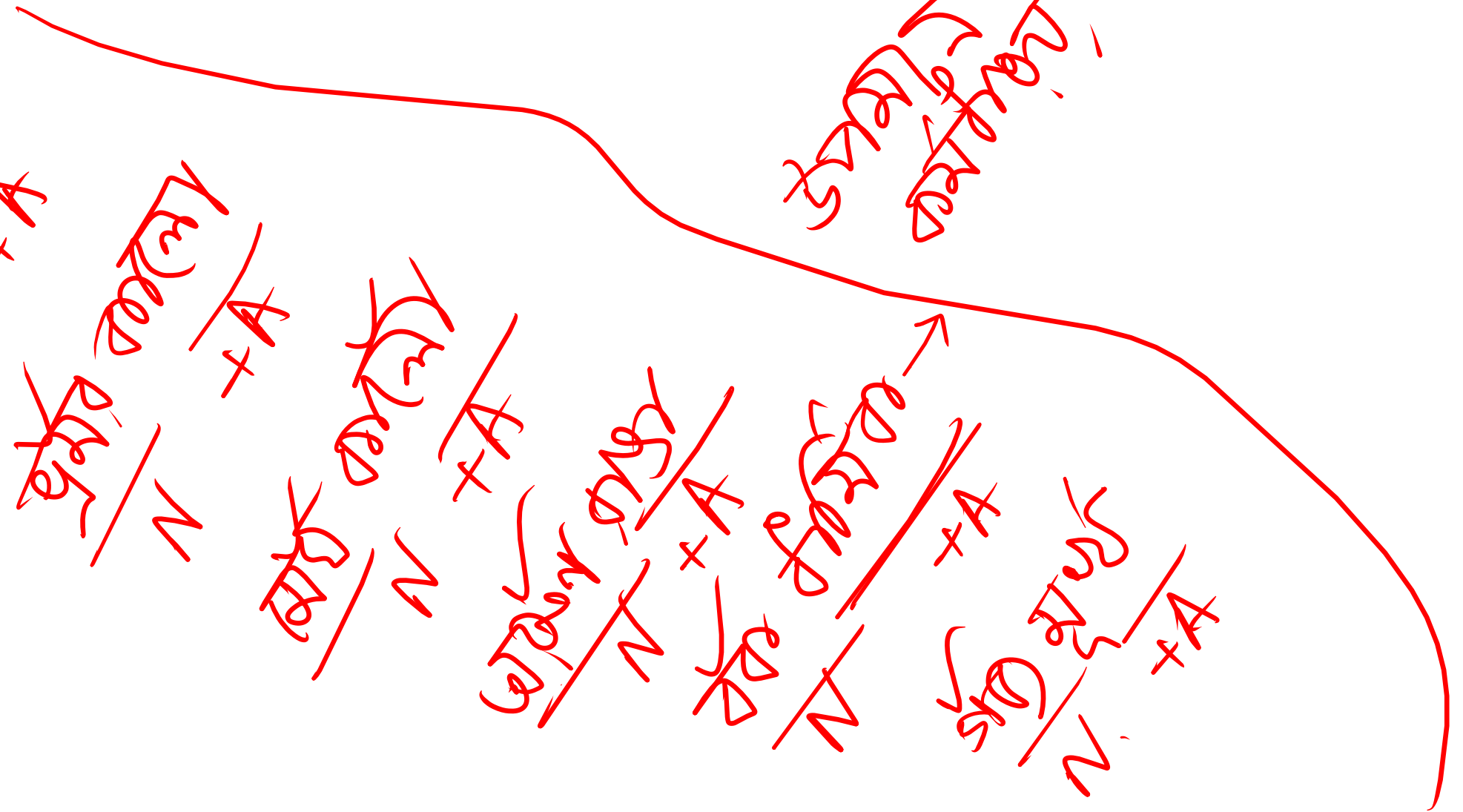
$\frac{\text{सर्वोपेक्षित}}{N} + A$

$\frac{\text{सर्वोपेक्षित}}{N} + A$

$\frac{\text{सर्वोपेक्षित}}{N} + A$

$\frac{\text{सर्वोपेक्षित}}{N} + A$

सर्वोपेक्षित



$$\frac{\Delta \rho}{N} \quad \frac{\Delta \rho}{N + N}$$

$$\frac{\Delta \rho}{N}$$

$$N + N$$

$$\frac{\Delta \rho}{N}$$

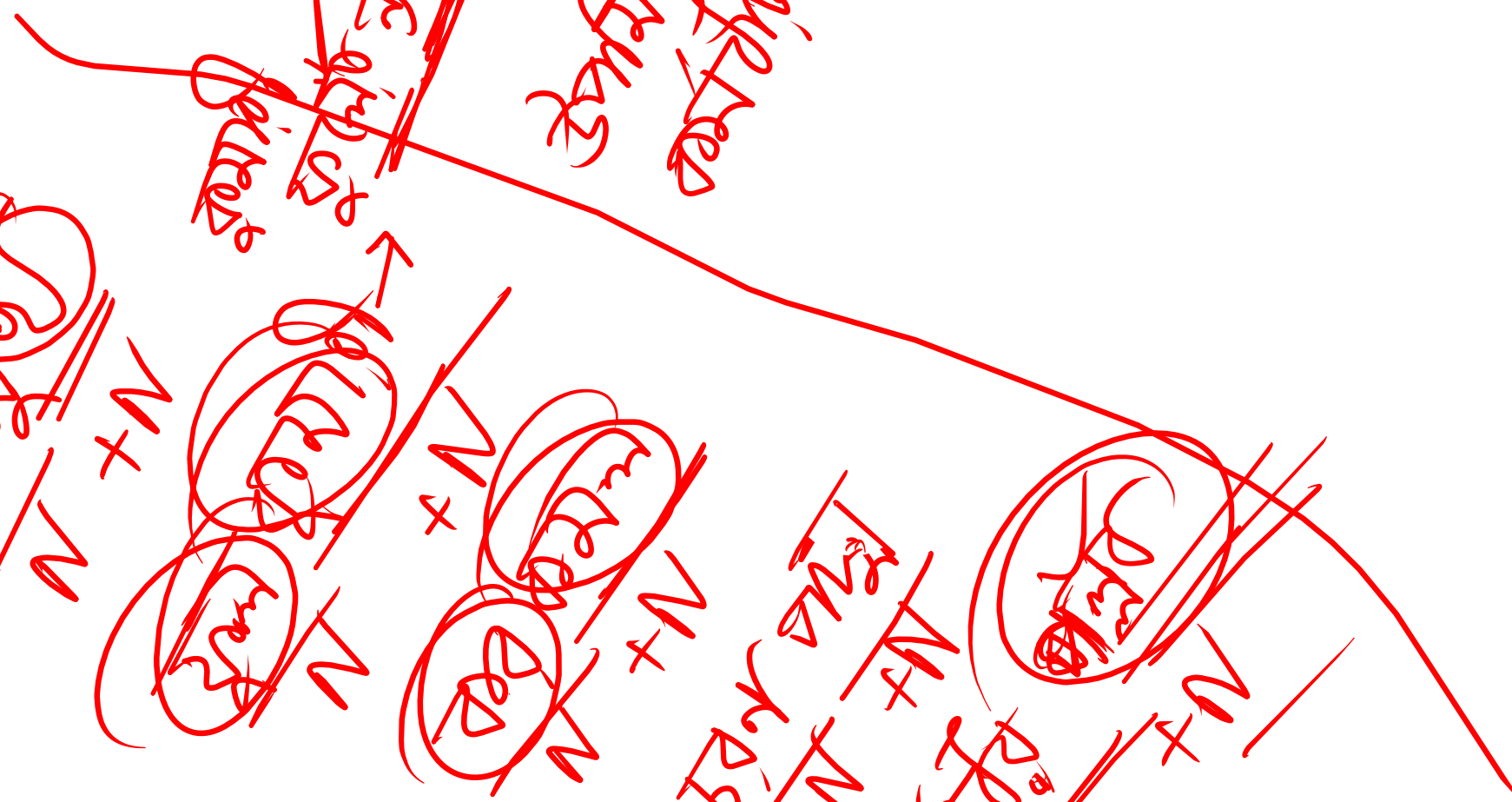
$$\frac{\Delta \rho}{N}$$

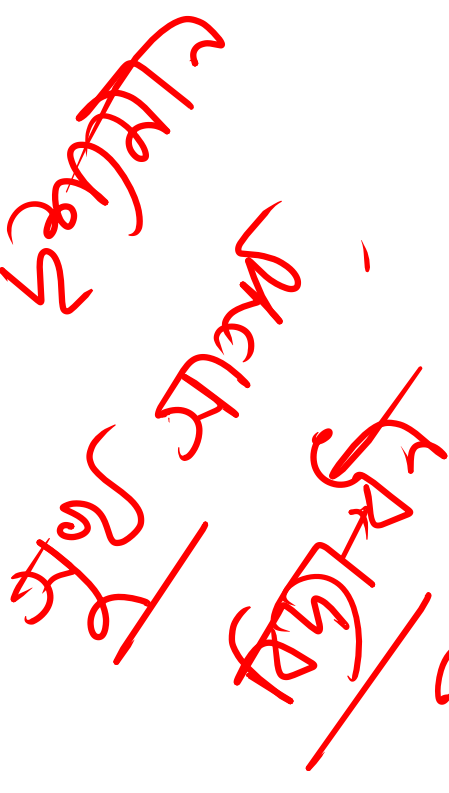
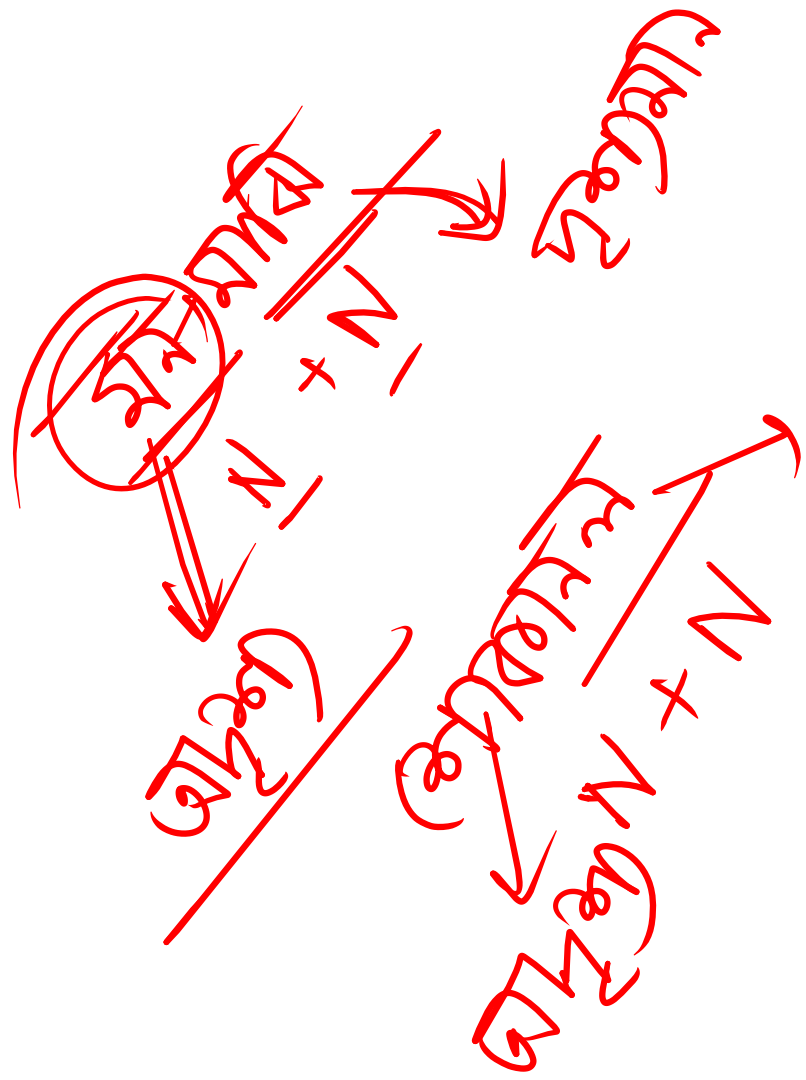
$$\frac{\Delta \rho}{N}$$

$$\frac{\Delta \rho}{N}$$

~~Avg. ρ vs Partners~~

~~avg. ρ vs ρ~~





➤ মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস:

- ✓ সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন
- ✓ চিকিৎসা বিষয়ক শাস্ত্র = চিকিৎসাশাস্ত্র
- ✓ জয় সূচক ধ্বনি = জয়ধ্বনি

স্মৃতি রক্ষার্থে সৌধ
স্মৃতিসৌধ

সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য
জীবন বীমা	জীবন রক্ষার্থে বীমা
মৌমাছি	মৌ আশ্রিত মাছি
জ্যোৎস্নারাত	জ্যোৎস্না <u>শোভিত</u> রাত
স্মৃতিসৌধ	স্মৃতি <u>রক্ষার্থে</u> সৌধ
একাদশ	এক <u>অধিক</u> দশ

উপমান কর্মধারয় সমাস:

সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য
তুষারশুভ্র	তুষারের <u>ন্যায়</u> শুভ্র
কাজলকালো	কাজলের ন্যায় কালো
কুসুমকোমল	কুসুমের ন্যায় কোমল
অরুণরাঙা	অরুণের ন্যায় রাঙা
শশব্যস্ত	শশকের <u>ন্যায়</u> ব্যস্ত
বকধার্মিক	বকের ন্যায় ধার্মিক
অগ্নিশর্মা	অগ্নির ন্যায় শর্মা
গজমূর্খ	গজের ন্যায় মূর্খ
বিড়ালতপস্বী	বিড়ালের <u>ন্যায়</u> তপস্বী

➤ উপমিত কর্মধারয় সমাস:

সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য
কথামৃত	কথা অমৃতের ন্যায়
পুরুষসিংহ	পুরুষ সিংহের ন্যায়
ফুলকুমারী	কুমারী ফুলের ন্যায়

N+N

N+N

উপমিত

➤ রূপক কর্মধারয় সমাস:

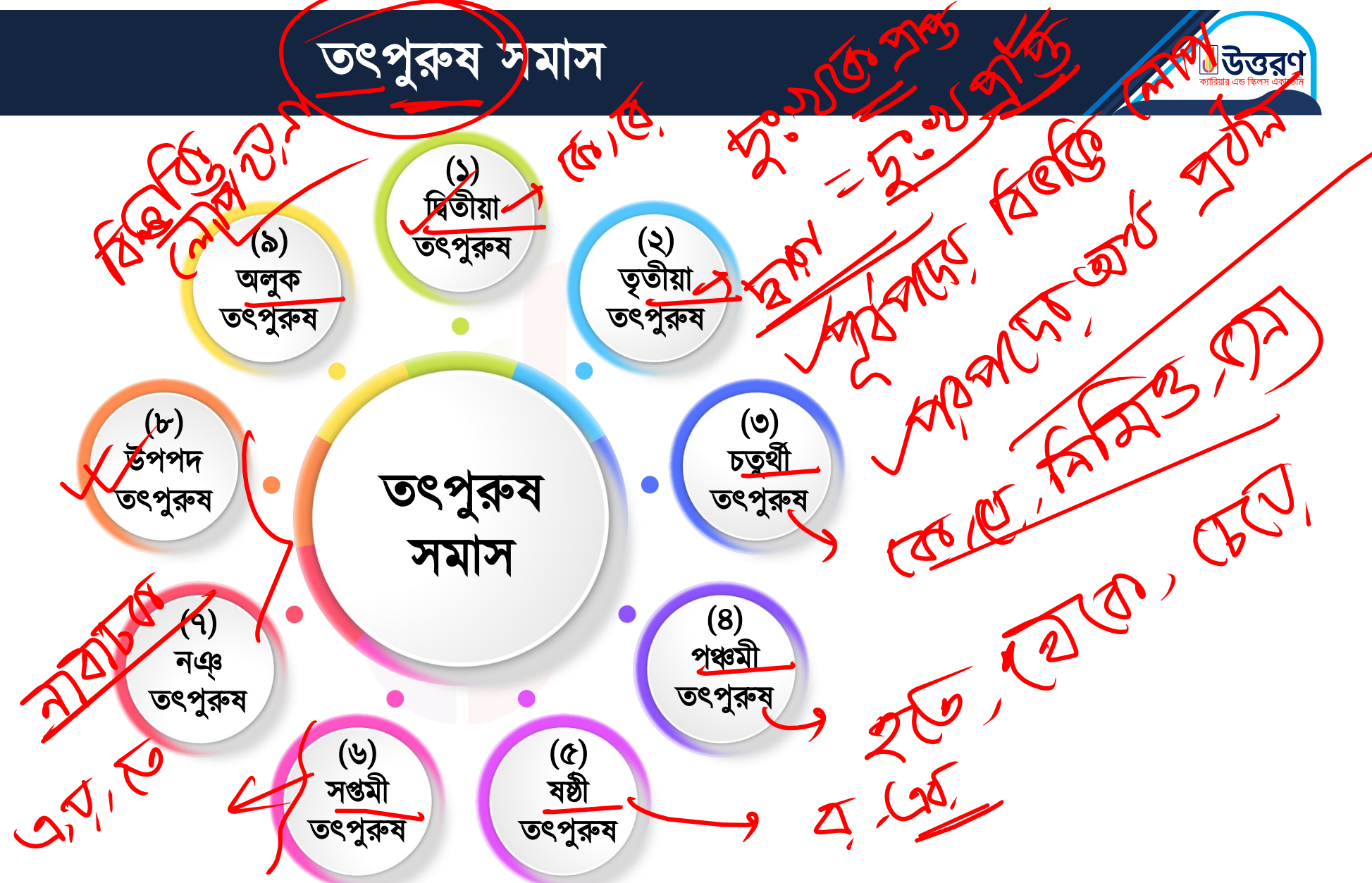
সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য
<u>মনমাঝি</u>	মন রূপ মাঝি
<u>শোকানল</u>	শোক রূপ অনল
<u>জীবনপ্রদীপ</u>	জীবন রূপ প্রদীপ
<u>পরানপাখি</u>	পরান রূপ পাখি
<u>বিষাদসিন্ধু</u>	বিষাদ রূপ সিন্ধু

ত্রাহণী
N+N



তৎপুরুষ সমাস

Break
8:10pm



➤ দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস:

সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য
দুঃখাতীত	দুঃখকে অতীত
দীর্ঘস্থায়ী	দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী

➤ তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস:

সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য
জলসেচন	জল দ্বারা সেচন

➤ চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস:

সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য
<u>গুরুভক্তি</u>	গুরুকে <u>ভক্তি</u>

➤ ~~পঞ্চমী~~ তৎপুরুষ সমাস:

সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য
<u>বিলাত</u> ফেরত	বিলাত <u>থেকে</u> ফেরত

সমাস
তৎপুরুষ

➤ ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস:

সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য
চাবাগান	চায়ের বাগান
বৃহস্পতি	বৃহতের পতি

➤ সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস:

সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য
গাছপাকা	গাছে পাকা

তৎপুরুষ সমাস

অলুক তৎপুরুষ সমাস:

সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য
সোনার তরী	সোনার তরী
চিনির বলদ	চিনির বলদ

উপপদ তৎপুরুষ সমাস:

সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য
পঙ্কজ	পঙ্কে জন্মে যা
অগ্রগামী	অগ্রে গমন করে যে
ধামাধরা	ধামা ধরে যে
পকেটমার	পকেট মারে যে

বিশ্ব + তৎপুরুষ
বিশ্ব + তৎপুরুষ
উপপদ - নামক পুরুষ + তৎপুরুষ
উপপদ - নামক পুরুষ + তৎপুরুষ
উপপদ - নামক পুরুষ + তৎপুরুষ
উপপদ - নামক পুরুষ + তৎপুরুষ

➤ নঞ তৎপুরুষ:

না
Negative

সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য
অকাতর	নয় কাতর
অকেজো	নয় কেজো
অনতিবৃহৎ	নয় অতিবৃহৎ
অনাচার	নেই আচার

POLL QUESTION-01

★ 'ফুলকুমারী' কোন ধরনের সমাস?

(a) রূপক কর্মধারয়

(b) উপমান কর্মধারয়

(c) উপমিত কর্মধারয়

(d) মধ্যপদলোপী কর্মধারয়

উপমান
উপমিত



১. সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস

৯. প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি সমাস

২. ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস

৮. অলুক বহুব্রীহি সমাস

৩. ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস

৭. সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাস

৪. নঞর্থক বহুব্রীহি সমাস

৬. অন্ত্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস

৫. মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস

বহুব্রীহি
সমাস

N+A

N+N

পুঙ্খ
বস্তু

Negative

সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস:

সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য
হতশ্রী	হত হয়েছে শ্রী যার
নীলকণ্ঠ	নীল কণ্ঠ যার
খোশমেজাজ	খোশ মেজাজ যার

ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস:

সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য
পদ্নাভ	পদ্না নাভিতে যার
দুকানকাটা	দুই কান কাটা যার
বীণাপাণি	বীণা পাণিতে যার
আশীবিষ	আশীতে বিষ যার

ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস:

সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য
হাতাহাতি	হাতে হাতে যে লড়াই
কানাকানি	কানে কানে যে কথা
লাঠালাঠি	লাঠিতে লাঠিতে যে যুদ্ধ

নঞবহুব্রীহি সমাস:

সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য
নিষ্কলঙ্ক	নাই কলঙ্ক যার
বিপত্নীক	বিগত পত্নী যার
বেহায়া	নেই হায়া যার

মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস:

সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য
কমলাম্বু	কমলের মতো অক্ষি যার
বিড়ালচোখী	বিড়ালের চোখের ন্যায় চোখ যে নারীর
শূর্পগণা	শূর্পের (কুলা) ন্যায় নখ যে নারীর

অলুক বহুব্রীহি সমাস:

সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য
গায়ে হলুদ	গায়ে হলুদ দেয়া হয় যে অনুষ্ঠানে
হাতে খড়ি	হাতে খড়ি দেয়া হয় যে অনুষ্ঠানে

ত

➤ প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি সমাস:

কোষ

সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য
একচোখা (চোখ+আ)	এক দিকে চোখ (দৃষ্টি) যার
ঘরমুখো(মুখ+ও)	ঘরের দিকে মুখ যার

➤ নিপাতনে সিদ্ধ বহুব্রীহি সমাস:

নিপাতনে
সিদ্ধ

সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য
দ্বীপ	দু দিকে অপ যার
অন্তরীপ	অন্তর্গত অপ যার
জীবন্মৃত	জীবিত থেকেও যে মৃত

অলুক দ্বন্দ্ব	অলুক তৎপুরুষ	অলুক বহুব্রীহি
<p>দুধে-ভাতে</p> <p>জলে-স্থলে</p> <p>দেশে-বিদেশে</p> <p>হাতে-কলমে</p>	<p>ঘিয়ে ভাজা</p> <p>কলেছাঁটা</p> <p>কলের গান</p> <p>গরুর গাড়ি</p>	<p>হাতে-ছড়ি</p> <p>কানে কলম</p> <p>গায়ে-পড়া</p> <p>হাতে-বেড়ি</p>

হাতের
কিছু বাক্য

বহুব্রীহি সমাস

সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি	দ্বিগু
<p>বিশেষণ পদ হয়</p> <p>সমস্ত বাক</p> <ul style="list-style-type: none">দশগর্জি (ধূতি)দশভূজা (দুর্গা)বারোহাতি (শাডী)চৌচালা (ঘর)ব্যতিক্রম - সেতার (বিশেষ্য)	<p>বিশেষ্য পদ হয়</p> <p>সমস্ত বাক</p> <ul style="list-style-type: none">শতাব্দীচৌরাস্তাপঞ্চভূতত্রিফলাচতুরঙ্গতেমাথা

□ **দ্বিগু সমাস:** সমাহার বা মিলন অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সাথে বিশেষ্য পদের যে সমাস হয়, তাকে দ্বিগু সমাস বলে। যেমন-

দ্বি → সংখ্যা

সংখ্যা + বিশেষ্য = বিশেষ্য পদ

সংখ্যা বাচক + বিশেষ্য = বিশেষ্য পদ

সমাসপদ	ব্যাসবাক্য
সপ্তাহ	সপ্ত অহের (দিবস) সমাহার
তেমোহনা	তিন মোহনার মিলন
ত্রিকাল	তিন কালের সমাহার
অষ্টধাতু	অষ্ট ধাতুর সমাহার
পঞ্চভূত	পঞ্চ ভূতের সমাহার

সমাসপদ	ব্যাসবাক্য
ত্রিকাল	তিন কালের সমাহার
চৌরাস্তা	চার রাস্তার সমাহার
ষড়ঋতু	ছয় ঋতুর সমাহার
পঞ্চবটী	পঞ্চ বটের সমাহার

সমাস

নঞ তৎপুরুষ	নঞ বহুব্রীহি
অনাচার	অজ্ঞান
অকাতর	বেহেড
নাতিদীর্ঘ	নাচার
নাতিখর্ব	বেতার

পূর্বপদে উপসর্গ অব্যয়ীভাব সমাস

অব্যয়ীভাব সমাস নির্ণয়ের কৌশল:

- ✓ অব্যয় / উপসর্গ + বিশেষ্য = অব্যয়ীভাব সমাস।
- ✓ পূর্বপদে অব্যয় থাকে এবং অব্যয়ের অর্থই প্রধান হয়।
- ✓ পূর্বপদে উপ, প্রতি, অনু, আ, নির, যথা, উৎ থাকে।

অব্যয়ীভাব সমাস
পূর্ব, উপসর্গ
এই, উপসর্গ
উপ, প্রতি

বিভিন্ন অর্থ	সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য
সামীপ্য (উপ) অর্থে ✓	উপনগরী	নগরীর সমীপে
সাদৃশ্য (উপ) অর্থে ✓	উপভাষা	ভাষার সদৃশ
	উপবন	বনের সদৃশ
	উপগ্রহ	গ্রহের তুল্য
বীক্ষা (প্রতি) অর্থে ✓	প্রতিগৃহে	গৃহে গৃহে
	প্রতিক্ষণ	ক্ষণে ক্ষণে

নিত্য সমাস ও প্রাদি সমাস

□ প্রাদি সমাস:

সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য
প্রগতি	প্র (প্রকৃষ্ট) যে গতি
অভিমুখ	অভি গত মুখ

□ নিত্য সমাস:

সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য
কালান্তর	অন্য কাল
গৃহান্তর	অন্য গৃহ
দেশান্তর	অন্য দেশ
যুগান্তর	অন্য যুগ

□ সুপসুপা সমাস:

- ✓ পূর্বে ভূত = ভূতপূর্ব;
- ✓ রাত্রির মধ্য = মধ্যরাত।

বিগত বছরের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- ১) বাংলা অব্যয়ীভাব সমাসের উদাহরণ ব্যাকরণের কোন অংশের অন্তর্ভুক্ত করা যায়? [৪৮তম বিসিএস]
(ক) সন্ধি (খ) উপসর্গ (গ) কারক (ঘ) প্রত্যয়
- ২) 'নীলকর' কোন সমাসের দৃষ্টান্ত? [৪৬তম বিসিএস]
(ক) দ্বন্দ্ব (খ) বহুব্রীহি (গ) নিত্য (ঘ) উপপদ তৎপুরুষ
- ৩) কৃদন্তু পদের পূর্ববর্তী পদকে কী বলে? [৪৫তম বিসিএস]
(ক) উপপদ (খ) প্রাতিপদিক (গ) প্রপদ (ঘ) পূর্বপদ
- ৪) 'যথারীতি' কোন সমাসের দৃষ্টান্ত? [৪৪তম বিসিএস]
(ক) অব্যয়ীভাব (খ) দ্বিগু (গ) বহুব্রীহি (ঘ) দ্বন্দ্ব
- ৫) 'চিকিৎসাশাস্ত্র' কোন সমাস? [৪৩তম বিসিএস]
(ক) কর্মধারয় (খ) বহুব্রীহি (গ) অব্যয়ীভাব (ঘ) তৎপুরুষ
- ৬) মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস কোনটি? [৪২তম বিসিএস]
(ক) সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন (খ) মহান যে পুরুষ = মহাপুরুষ
(গ) কুসুমের মতো কোমল = কুসুমকোমল (ঘ) জায়া ও পতি = দম্পতি
- ৭) উপমান কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ কোনটি? [৪১তম বিসিএস]
(ক) শশবস্ত্রে (খ) কালচক্র (গ) পরাণপাখি (ঘ) বহুব্রীহি

বিগত বছরের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- ➔ কোনটি ব্যতিহার বহুব্রীহির উদাহরণ? [৩৯তম বিসিএস]
(ক) অজানা (খ) দোতলা (গ) আশীবিষ (ঘ) কানাকানি
- ➔ 'পুষ্পসৌরভ' কোন সমাসের উদাহরণ? [৩৮তম বিসিএস]
(ক) তৎপুরুষ (খ) কর্মধারয় (গ) অব্যয়ীভাব (ঘ) বহুব্রীহি
- ➔ 'জলে-স্থলে' কী সমাস? [৩৭তম বিসিএস]
(ক) সমার্থক দ্বন্দ্ব (খ) বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব (গ) অলুক দ্বন্দ্ব (ঘ) একশেষ দ্বন্দ্ব
- ➔ 'বিস্ময়াপন্ন' সমস্ত পদটির সঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি? [৩৭তম বিসিএস]
(ক) বিস্ময় দ্বারা আপন্ন (খ) বিস্ময়ে আপন্ন (গ) বিস্ময়কে আপন্ন (ঘ) বিস্ময়ে যে আপন্ন
- ➔ বহুব্রীহি সমাসবদ্ধ পদ কোনটি? [৩৬তম বিসিএস]
(ক) জনশক্তি (খ) অনমনীয় (গ) খাসমহল (ঘ) তপোবন
- ➔ 'জজ সাহেব' কোন সমাসের উদাহরণ? [৩৫তম বিসিএস]
(ক) দ্বিগু (খ) কর্মধারয় (গ) দ্বন্দ্ব (ঘ) বহুব্রীহি
- ➔ 'আলোছায়া' পদটি কোন সমাসের অন্তর্গত? [৩২তম বিসিএস]
(ক) দ্বন্দ্ব সমাস (খ) অব্যয়ীভাব সমাস (গ) তৎপুরুষ সমাস (ঘ) কর্মধারয় সমাস



বাগ্ধারা



বাগ্ধারা ও অর্থ	বাগ্ধারা ও অর্থ
অকট বিকট (ছটফটানি)	খাঁদা নাকে তিলক (অশোভন সজ্জা)
অজগর বৃত্তি (আলসেমি) →	খড়ের দেবতা (অলস)
অগত্যা মধুসূদন (অনন্যোপায় হয়ে)	গদাই লক্ষ্মরী চাল (ধীরগতি)
অকাল বোধন (অসময়ে আবির্ভাব)	গডডলিকা প্রবাহ (অন্ধ অনুকরণ)
অন্নজল ওঠা (শেষ সময় আসা)	গৌরীসেনের টাকা (অফুরন্ত অর্থ)
অক্ষয় বট (প্রাচীন মানুষ)	গা টেপাটেপি করা (অন্যকে লুকিয়ে কোন ইঙ্গিত)
অন্তর টিপুনি (গোপন ব্যথা)	গরিবের ঘোড়া রোগ (সাধ্যের অতিরিক্ত সাধ)
অতি দর্পে হত লক্ষা (অহংকারের পতন)	গলগ্রহ (পরের বোঝা হয়ে থাকা)
অষ্টব্রজ সম্মেলন (বিখ্যাত ব্যক্তিদের সম্মেলন)	গুড়ে বালি (আশায় নৈরাশ্য)
অকাল কুস্মাণ্ড (অনিষ্টকারী ব্যক্তি/অপদার্থ)	গোঁয়ার গোবিন্দ (কাণ্ডজ্ঞানহীন)
আসলে মুষল নেই, ঢেঁকি ঘরে চাঁদোয়া (উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের অভাব)	গৌরচন্দ্রিকা (ভূমিকা)

সামান্য লক্ষ্য
চিহ্নিত করে

বাগ্ধারা

আঙ্গুর ফল টক (পান না তাই খান না)	গজ কচ্ছপের যুদ্ধ (শক্তিমানের বিবাদ)
আগুন লাগা সংসার (ক্ষয়িষ্ণু সংসার)	গরু মেরে জুতো দান (গুরুতর ক্ষতি করে কিঞ্চিৎ সাহায্য দান)
আঁটকুড়ো (নিঃসন্তান)	ঘর থাকতে বাবুই (সুযোগ থাকেতে নষ্ট)
আঁচাভুয়ার বোম্বাচাক (অসম্ভব ব্যাপার)	ঘটি ডোবেনা নামে তালপুকুর (অক্ষমতা সত্ত্বেও বড়াই করা)
আমি আমি করা (আত্ম প্রশংসা)	চিচিং ফাঁক (স্বার্থ লাভের সহজ পথ)
আঠারো আনা (বাড়াবাড়ি)	চাপা দেয়া (গোপন করা)
আমড়াগাছি করা (অযথা প্রশংসা)	চক্ষুস্থির (ভয়ে হতবাক)
আকাশ ধরা (বৃষ্টি বন্ধ)	চুলায় দেয়া (গোল্লায় দেয়া)
আকাশ- পাতাল (বিশাল ব্যবধান)	চিত্রগুপ্তের খাতা (সবকিছু লিখিত খাতা)

উস্তন খুস্তন করা (জ্বালাতন করা)	চর্বিত চর্বণ (পুনরাবৃত্তি)
উজানের কৈ (সহজলভ্য)	চক্ষুদান (চুরি)
উলুখাগড়া (গুরুত্বহীন লোক)	চোদ্দবুড়ি (প্রচুর)
উনকোটি চৌষটি (প্রায় সম্পূর্ণ)	ছক্কা পাঞ্জা করা (বড় বড় কথা বলা)
উনপঞ্চাশ বায়ু (পাগলামি)	জলের দাগ (ক্ষণস্থায়ী)
কাঠমোল্লা (ধর্মান্ব)	জগদল পাথর (গুরুভার)
কলির সন্ধ্যা (দুর্দিনের সূত্রপাত)	ঝাঁকের কৈ (একই দলভুক্ত)
কাছা টিলা (অসাবধান)	টুপ ভুজঙ্গ (নেশাগ্রস্ত)

কানাকানি পড়িয়া যাওয়া (গোপন নিন্দা করা)	টীকা ভাষ্য (দীর্ঘ আলোচনা)
কষিয়া (ভালভাবে/ মনোযোগ দিয়ে)	ঠুঁটো জগন্নাথ (অকর্মণ্য)
কাকের মুখের খবর (কলরব)	ডানায় ভর দিয়ে থাকা (শূন্যলোকে অবস্থান)
কচু বনের কালাচাঁদ (অপদার্থ)	ডামাডোল (গোলযোগ)
কংস মামা (নির্মম আত্মীয়)	ডাকে ওঠা (নষ্ট হওয়া)
কেষ্ট বিষ্টু (বিশিষ্ট ব্যক্তি)	টিমে তেতালা (মস্তুর)
কড়ায় গণ্ডায় (পুরোপুরি)	টেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে(দুর্ভাগ্য সর্বত্রগামী)
কেঁচে যাওয়া (পণ্ড হওয়া)	গত্ব ঘট্ব জ্ঞান (কাণ্ডজ্ঞান)
কাঁঠালের আমসত্ত্ব (অসম্ভব বস্তু)	তক্কে তক্কে থাকা (গোপনে সতর্ক থাকা)
কুবেরের ভাণ্ডার (অফুরন্ত ঐশ্বর্য)	তাসের ঘর (ক্ষণস্থায়ী বস্তু)

কড়িকাঠ গোনা (কাজ না করে কালহরণ)	তামার বিষ (অর্থের কুপ্রভাব)
তেল-নুন-লাকড়ি (মৌলিক প্রয়োজন)	মণি কাঞ্চন যোগ (শোভন সংযোগ)
তীর্থের কাক (প্রতীক্ষারত ব্যক্তি)	ম্যাওধরা (গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নেওয়া)
তুর্কি নাচন (নাজেহাল অবস্থা)	মারে ঠাকুর না মরে কুকুর (সবলকে সমীহ ও দুর্বলকে অত্যাচার)
তুলসী বনের বাঘ (সুবেশের দুর্বৃত্ত/ভণ্ড)	মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন (লক্ষ্য অর্জনে প্রাণপণ চেষ্টা)
ত্রিশঙ্কু দশা (দোটানা অবস্থা)	মতিগতি (ভাবগতি)
দক্ষযজ্ঞ (ব্যাপক আয়োজন)	মাথা খাওয়া (সর্বনাশ করা)
দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার (ভোজন)	মনপাওয়া (সম্মতি পাওয়া)
দোহাই মানা (নজির দেখানো)	মাছি-মারা-কেরানি (বিচারবোধহীন নকলনবিশ)

নগদ নারায়ণ (কাঁচা টাকা)	রাজ ঘোটক (চমৎকার মিলন)
নজর দেয়া (খারাপ দৃষ্টি)	লোটা কম্বল (সামান্য সংগতি)
নেই আকড়া (এক স্বভাবের)	শিবরাত্রির সলতে (একমাত্র বংশধর)
পঞ্চত্ত্ব প্রাপ্ত (মারা যাওয়া)	শিরে সংক্রান্তি (আসন্ন বিপদ)
পর্বতের মূষিক প্রসব (বিরাত সম্ভাবনা কিন্তু প্রাপ্তি সামান্য)	শ্যাম রাখি না কুল রাখি (উভয় সংকট)
পৃষ্ঠ প্রদর্শন (পালানো)	শকুনি মামা (কুচক্রী লোক)
পঞ্চমুখ (প্রশংসামুখর)	হাড়ে দূর্বা গজানো (অসম্ভব কুঁড়ে)
বিড়ালের আড়াই পা (বেহায়াপনা)	শিকায় তোলা (মূলতবি রাখা)
বাঘের মাসি (নির্ভীক)	শরতের শিশির (সু-সময়ের বন্ধু)
বনেবাগীশ (কথায় পটু)	সরস্বতীর বরপুত্র (বিদ্বান লোক)
বিয়ে করতে কড়ি ঘর বাঁধতে দড়ি (প্রয়োজনীয় কাজে যথাযথ খরচ)	সোনার পাথর বাটি (অলীক)
বুকের মাঝে ঢেকির পাড় (অন্তর্বেদনা)	সাতকাহন (প্রচুর)

প্রবাদ-প্রবচন	অর্থ
অভাবে স্বভাব নষ্ট	অভাব হলে ভালো মানুষও অসৎ হয়।
অতি দর্পে হত লংকা	অহংকার করলে পতন অনিবার্য।
অতি মেঘে অনাবৃষ্টি	মেঘের আড়ম্বর হলেই বৃষ্টি হয় না।
অতি চালাকের গলায় দড়ি	বেশি চালাকি করে অপরকে ঠকালে নিজেকেও বিপদগ্রস্ত হতে হয়।
অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ	ভক্তির আতিশয্যে গোপন উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়াস।
অতি লোভে তাঁতি নষ্ট	বেশি লোভে আসলই হারাতে হয়।
অনুরোধে টেকি গেলা	অনুরুদ্ধ হয়ে অসম্ভব কাজ সম্পাদন করা।
অনেক/ অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট	অকারণে অনেক লোকের অংশগ্রহণে কাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।
অভাগা যদিকে যায়, সাগর শুকিয়ে যায়	ভাগ্য যার খারাপ, কোনো দিকেই সে আশা দেখতে পায় না।
অর্থই অনর্থের মূল	অর্থ দ্বারাই যত রকমের হাঙ্গামার সৃষ্টি।

প্রবাদ-প্রবচন	অর্থ
অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর	বেশি দুঃখে স্তব্ধ হওয়া।
অসারের তর্জন গর্জন সার	গুণহীন ব্যক্তির বৃথা আশ্বালন করা।
আঙুল ফুলে কলাগাছ	অবৈধ পথে দ্রুত উন্নতি লাভ।
আটে পিঠে দড় তবে ঘোড়ায় চড়	দক্ষতা নিয়ে কাজ করতে যাওয়া উচিত।
আঠারে মোসে বছর	অতিশয় দীর্ঘসূত্রিতা।
আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর	নিজের অধিকারের বাইরে যাওয়া।
আপনি বাঁচলে বাপের নাম	নিজের স্বার্থ দেখা।
আপনি ভালো তো জগৎ ভালো	নিজে ভালো হলে অন্যরাও ভালো হয়।
আমও গেল ছালাও গেল	লাভ করতে গিয়ে সর্বস্ব হারানো।
আলালের ঘরের দুলাল	ধনী ঘরের অতি আদরের ও আবদারের ছেলে।
আকাশ কুসুম চিন্তা	যে চিন্তা কোনো দিন বাস্তবায়ন হবে না।

প্রবাদ-প্রবচন	অর্থ
ইট মারলে পাটকেল খেতে হয়	অন্যের ক্ষতি করলে নিজেরও ক্ষতি হয়।
উলুবনে মুক্তা ছড়ানো	অযোগ্য পাত্রে দান করা।
উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে	নির্দোষ ব্যক্তির ওপর দোষী ব্যক্তির অপরাধ পতিত হওয়া।
উঠন্তি বৃক্ষ পত্তনেই চেনা যায়	কাজের আরম্ভটা দেখে কাজের শেষটা বুঝতে পারা।
উলটা বুঝলি রাম	ভালো কথার মন্দ ব্যাখ্যা করা।
উড়ে এসে জুড়ে বসা	অযাচিতভাবে (বিনা অধিকারে) হঠাৎ এসে সর্বেসর্বা হয়ে বসা।
উনো ভাতে দুনো বল, অতি ভাতে রসাতল	পরিমিত আহারে স্বাস্থ্য রক্ষা হয়, অপরিমিত আহারে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়।
এঁটোপাত না যায় স্বর্গে	পরমুখাপেক্ষীর সমৃদ্ধি সম্ভব হয় না।
এক ক্ষুরে মাথা কামানো	একইরকম অপরাধে অপরাধী হওয়া।
এক টিলে দুই পাখি মারা	একবারের চেষ্টাতেই একাধিক স্বার্থসিদ্ধি করা।
এক মাঘে শীত যায় না	বিপদাপদ একবারই আসে না।

প্রবাদ-প্রবচন	অর্থ
এক হাতে তালি বাজে না	এক পক্ষের দোষে বিবাদ হয় না।
একে নাচনি বুড়ি তাতে পড়েছে ঢোলের বাড়ি	ইন্ধন যোগানো।
কইয়ের তেলে কই ভাজা	যার কাজ তাকে দিয়েই কাজ হাসিল করা।
কত ধানে কত চাল (হয়)	কোনো বিষয়ের প্রকৃত অবস্থা বা খবর।
কপালগুণে গোপাল ঠাকুর	ভাগ্য ভালো থাকলে অযোগ্য ব্যক্তিও বড়ো হয়।
কপালের লিখন যায় না খণ্ডন	ভাগ্যে যা আছে তা ঘটবেই।
কড়িতে বাঘের দুধ মিলে	অর্থে দুশ্রাপ্য বস্তুও সুলভ হয়।
কষ্ট না করলে কেষ্ট মিলে না	পরিশ্রম না-করলে সফলতা পাওয়া যায় না।
কয়লা ধুলে ময়লা যায় না	স্বভাবের পরিবর্তন হওয়া কঠিন।
কয়লা যায় না ধুলে, স্বভাব যায় না মলে	খারাপ লোক সহজে তার স্বভাব পরিবর্তন করতে পারে না।
কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ পাকলে করে ঠাস ঠাস	সময় থাকতে কাজে না-লাগালে অসময়ে আর কাজ হয় না।

প্রবাদ-প্রবচন	অর্থ
কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা	এক দুষ্টের বিরুদ্ধে অন্য দুষ্টকে লেলিয়ে দিয়ে উভয়ের বিনাশ সাধন করা।
কাকের মাংস কাকে খায় না	স্বজন বা স্বগোত্রের প্রতি অনুরাগ।
কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা	ব্যথার উপরে আরও ব্যথা দেওয়া।
কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন	কুৎসিতকে বেমানানভাবে সজ্জিত করা হাস্যকর ব্যাপার।
কারো পৌষ মাস কারো সর্বনাশ	কারো বিরাট লাভের পাশাপাশি অন্য কারো বিরাট ক্ষতি হওয়া।
কুমিরের সঙ্গে বিবাদ করে পানিতে বাস	যার যেখানে প্রভুত্ব সেখানে তার সাথে বিবাদ করে বাস করা যায় না।
কুল রাখি না শ্যাম রাখি	উভয় সঙ্কটে পড়া।
কেউ মরে বিল ছেঁচে, কেউ খায় কৈ	একের পরিশ্রমে অন্যের বিলাসিতা।
কাঁচা বাঁশে ঘুণে ধরা	অল্প বয়সে বিগড়ানো।
খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি	মূলকাজের চেয়ে অনাবশ্যক আড়ম্বর বেশি করা।
খাল কেটে কুমির আনা	নিজের দোষে বিপদ ডেকে আনা।

প্রবাদ-প্রবচন	অর্থ
খালি কলসি বাজে বেশি	অন্তঃসারশূন্য ব্যক্তি বা বস্তুর বাহ্যিকভাবে তর্জন-গর্জন করা।
খুঁটির জোরে ভেড়া নাচে	শক্তিশালী ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় অযোগ্য ব্যক্তিরও উন্নতি সম্ভব।
খিদে পেলে বাঘেও ধান খায়	প্রয়োজন নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হয় না।
খাঁচায় পুরে খোঁচা মারা	আয়ত্তে এনে অত্যাচার করা।
খাস তালুকের প্রজা	খুব অনুগত ব্যক্তি
গরু মেরে জুতো দান	জঘন্য অন্যায় কাজের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে সামান্য প্রতিদান দেওয়া।
গাইতে গাইতে গায়ন, বাজাতে বাজাতে বায়ন	অধ্যবসায়ের ফলে দক্ষতা আসে।
গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল	মূর্খ ও অযোগ্য ব্যক্তির নিজে নিজেই নেতা সাজা।
গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল	প্রাপ্তির পূর্বেই ভোগের আয়োজন।
গাছে তুলে মই কাড়া	কাজে নামিয়ে সরে পড়া।
গাছে না উঠতেই এক কাঁদি	কাজ আরম্ভ করার সাথে সাথে ফলের প্রত্যাশা করা।

প্রবাদ-প্রবচন	অর্থ
গাছেরও খায় তলারও কুড়ায়	সম্পদের সবটুকুই ভোগ করা।
গাল টিপলে দুধ বেরোয়	একেবারে অবোধ।
গোড়া কেটে আগায় পানি দেয়া	দোষ শুধরানোর চেষ্টা।
ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো	নিজের খরচায় অপরের স্বার্থ দেখা।
ঘরের শত্রু বিভীষণ	যে শত্রু আপনজন।
ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি	চতুর ব্যক্তির প্রতি প্রাপ্ত শাস্তির ইঙ্গিত।
ঘোড়া রোগ	সাধ্যের অতিরিক্ত সাধ।
ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া	অন্যকে ডিঙিয়ে নিজের স্বার্থ হাসিল করা।
ঘোমটার ভিতর খেমটা নাচ	লজ্জার ভাব, কিন্তু নির্লজ্জ আচরণ।
চাচা আপন প্রাণ বাঁচা	নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে তারপর অন্য কথা।
চোখে সর্ষে ফুল দেখা	বিপদে পড়ে দিশেহারা হওয়া।

প্রবাদ-প্রবচন	অর্থ
চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে	সুযোগ হাতছাড়া হলে মাথায় নানা ফন্দি-ফিকির আসে।
চোরে না শোনে ধর্মের কাহিনি	অসৎ ব্যক্তিকে উপদেশ দিলেও সে সৎ হয় না।
চোরের ধন বাটপাড়ে খায়	অসৎ উপায়ে অর্জিত ধন নিজে ভোগ করতে না-পারা।
ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো	সামান্য কাজের জন্য অপদার্থ ব্যক্তি।
ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা	সামর্থ্য নেই অথচ প্রাচুর্যের প্রত্যাশা।
জলে কুমির ডাঙায় বাঘ	দুদিকেই বিপদে পড়া।
জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে বিবাদ	পরাক্রমশালীর এলাকায় গিয়ে পরাক্রমশালীর সাথেই বিবাদে জড়িয়ে পড়া।
জাতে মাতাল তালে ঠিক	দেখতে বেহিসাবি মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে নিজের কাজে হিসাবি।
জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ	ছোট-বড় যাবতীয় কাজ।
জোর যার মুল্লুক তার	শক্তি থাকলে সবকিছু জয় করা যায়।
ঝিকে মেরে বৌকে শেখানো	পরোক্ষভাবে তিরস্কার করা।

প্রবাদ-প্রবচন	অর্থ
ঝোপ বুঝে কোপ মারা	অবস্থা বুঝে সুযোগ গ্রহণ করা।
ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়	যেখানে মন্দের ভাগ বেশি।
ঠেলার নাম বাবাজি	চাপে পড়ে কাবু হওয়া।
ডুবে ডুবে পানি খাওয়া	লোকচক্ষুর অগোচরে কার্যসিদ্ধি করা।
ডোবা দেখলে ব্যাঙ লাফায়	আকাজক্ষার বস্তু দেখলেই মন আন্দোলিত হয়।
ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার	শূন্য হাতেই বাহাদুরি করা।
টেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে	অভ্যাস কখনও বদলায় না।
টিলটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়	অপরের ক্ষতি চাইলে নিজেরও ক্ষতি হয়।
ঢাকের বাদ্য থামলে মিষ্টি	যা অসহ্য তা থামলেই ভালো।
তেলা মাথায় তেল দেওয়া	যার আছে তাকে আরো দেওয়া।
তীরে এসে তরী ডোবা	শেষ পর্যায়ে কাজ পণ্ড হওয়া।

প্রবাদ-প্রবচন	অর্থ
তেলে বেগুনে জ্বলা	অতিরিক্ত উত্তেজিত হওয়া।
তালপাতার সেপাই	শক্তিহীন লোক।
দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ	সকলে মিলেমিশে কাজ করে ব্যর্থ হলেও তাতে লজ্জা নেই।
দশের লাঠি একের বোঝা	কোনো কাজ একার পক্ষে করা কঠিন, কিন্তু দশজনের পক্ষে খুব সহজ।
দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বোঝে না	সুযোগের সদ্ব্যবহার না করা।
দুধ-কলা দিয়ে সাপ পোষা	সযত্নে দুশমনকে প্রতিপালন করা।
দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো	খারাপ জিনিস থাকার চেয়ে না থাকা ভালো।
দশচক্রে ভগবান ভূত	অনেকের চেষ্টায় সত্যকে মিথ্যা বানানো।
দশ দিন চোরের একদিন সাধুর	কুকর্মের ফল একদিন অনিবার্য ফলে।
ধরাকে সরা জ্ঞান করা	কাউকে গ্রাহ্য না করা।
ধরি মাছ না ছুঁই পানি	বিন্দুমাত্র বেগ না পেতে হয় এমন কৌশলে কার্যসিদ্ধি করা।

প্রবাদ-প্রবচন	অর্থ
ধর্মের ঢাক আপনি বাজে	শেষ অবধি সত্য উদঘাটিত হয়।
ধারে না কাটলে ভারে কাটে	কোনো না কোনো উপায়ে কার্যসিদ্ধি।
ধেনো হাটে ওল নামানো	না বুঝে অকাজ করা।
ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির	ধার্মিক/সত্যবাদী।
নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়?	বিপদে সবার ক্ষতি।
নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো	একেবারে না পাওয়ার চেয়ে সামান্য কিছু পাওয়াও ভালো।
নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা	অকর্মণ্যতার ফলে ব্যর্থতার জন্য অপরকে দোষারোপ করা।
নানা মুনির নানা মত	বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন মতামত।
নুন খাই যার গুণ গাই তার	উপকারীর উপকার করা।
নিজের পায়ে কুড়াল মারা	নিজের ক্ষতি নিজেই করা।
পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা	অন্যকে কষ্ট দিয়ে নিজের স্বার্থ উদ্ধার করা।

প্রবাদ-প্রবচন	অর্থ
পরের মুখে ঝাল খাওয়া	নিজে না বুঝে অন্যের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করা।
পাকা ধানে মই দেওয়া	সুসম্পাদিত কাজ পণ্ড করা।
পানিতে কুমির ডাঙায় বাঘ	দুদিকেই বিপদ, রক্ষার কোনো পথ নেই। (উভয়সংকট)
পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়	অসৎ পথে উপার্জিত ধন কুপথে নষ্ট হয়।
পিপীলিকার পাখা গজায় মরিবার তরে	ধ্বংসের আগে অনেকের স্পর্ধা বাড়ে।
পড়েছি মোগলের হাতে খানা খেতে হবে সাথে	বিপদে পড়ে কাজ করা।
পুরনো চাল ভাতে বাড়ে	অভিজ্ঞ লোকের বৈশিষ্ট্য।
ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাওয়া	অল্প পরিশ্রমেই ক্লান্ত হওয়া।
বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো	ছোটখাট ব্যাপারে নিয়মের বাড়াবাড়ি কিন্তু বড় বিষয়ে উদাসীন।
বাঁদরের/ বানরের গলায় মুক্তার মালা	যে ভালো জিনিসের কদর বা দাম বোঝে না তাকে ভালো বা দামি জিনিস দেওয়া।
বামুন গেল ঘর তো লাঙল তুলে ধর	উপযুক্ত তদারকির অভাবে নিযুক্ত কর্মীদের কাজে অবহেলা করা।

প্রবাদ-প্রবচন	অর্থ
বিনা মেঘে বজ্রপাত	হঠাৎ বিপদ উপস্থিত।
বিষ নাই কুলোপনা চক্রর	ক্ষমতাহীন ব্যক্তির মৌখিক আশ্বালন।
বুদ্ধি যার যশ তার	গায়ের জোরের চেয়ে মেধার জোর বেশি।
বেল পাকলে কাকের কী	উপভোগ করতে অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে উৎকৃষ্ট বস্তুর প্রতি লোভ করা নিষ্ফল।
বোঝার ওপর শাকের আঁটি	অনেক বোঝার উপর আরও কিছু চাপানো।
ভাঙবে তবু মচকাবে না	মনের জোর থাকলে সংকল্প টলে না।
ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া	বিনামূল্যে যা পাওয়া যায় তাতেই লাভ।
ভীমরুলের চাকে খোঁচা দেওয়া	প্রতিশোধপরায়ণ জনমণ্ডলীকে উত্তেজিত করা।
ভূতের মুখে রামনাম	স্বভাব বিরুদ্ধ কথা বা বাক্য, অসম্ভব ব্যাপার।
ভেড়ার গোয়ালে আগুন লাগা	বিপদে প্রতিকারের চেষ্টা নেই অথচ কোলাহল করা হচ্ছে।
ভস্মে ঘি ঢালা	অর্থহীন অপব্যয়।

প্রবাদ-প্রবচন	অর্থ
ভানুমতির খেল	ভেলকিবাজি।
মরা হাতি লাখ টাকা	শক্তিমানদের পতন ঘটলেও তাদের ব্যক্তিত্ব মর্যাদা বহন করে।
মশা মারতে কামান দাগা	সামান্য কাজে বড় আয়োজন।
মাছের তেলে মাছ ভাজা	নিজে খরচপত্র না করে অন্যের উপর দিয়ে স্বার্থরক্ষা করা।
মাছের মায়ের পুত্রশোক	মাছ তার বাচ্চা খেয়ে ফেলে, সেক্ষেত্রে তার পুত্রশোক অস্বাভাবিক।
যত গর্জে তত বর্ষে না	আড়ম্বর অনুসারে কার্য হয় না।
যদি হয় সুজন তেঁতুল পাতায় ন'জন	মিলে মিশে কাজ করলে অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়।
যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা	যাকে অপছন্দ তার প্রত্যেক কাজই ত্রুটিপূর্ণ মনে হয়।
যার কর্ম তারে সাজে, অন্য লোকের লাঠি বাজে	যার যে-কাজ সে কাজ তাকেই মানায়, অন্য কেউ করতে গেলে নানা বিড়ম্বনা সৃষ্টি হয়।
যার বিয়ে তার খোঁজ নেই পাড়াপড়শির ঘুম নেই	অকারণে অতিউৎসাহ প্রদর্শন।
যার লাঠি তার মাটি	যার শক্তি আছে সে-ই দখল পায়।

প্রবাদ-প্রবচন

প্রবাদ-প্রবচন	অর্থ
যে করে চক্ষুদান, তারেই কর অপমান	উপকারীর উপকার স্বীকার করার পরিবর্তে তাকেই অপদস্থ করা।
যে যায় লঙ্কায় সে-ই হয় রাবণ	ক্ষমতা লাভ করলে সবাই এক রকম হয়।
যে সয় সে রয়	কষ্ট করলে বিনাশ নেই।
যেখানে বাঘের ভয়, সেখানে সন্ধ্যা হয়	বিপদের আসক্কাস্থলে বিপদ নেমে আসে।
যেমন কর্ম, তেমন ফল	যে যেমন কাজ করে, সে তেমন ফল ভোগ করে।
যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল	যেমন কঠিন রোগ, তেমনি তীব্র ঔষধ।
রথ দেখা কলা বেচা	একসাথে দুইটি কাজ করা।
লাগে টাকা দেবে গৌরীসেন	চাহিবামাত্র যার কাছে টাকা পাওয়া যায় তার সম্পর্কে বলা।
লাথির টেকি চড়ে ওঠে না	পদাঘাতের যোগ্য ব্যক্তি চড় খেয়েও কাজ করে না বা লঘু শাসন মানে না।
লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু	বেশি লোভ করলে পাপ হয় এবং পাপ করলে ধ্বংস অনিবার্য।
লোম বাছতে কম্বল উজাড়	ভালো কিছু নির্বাচন করা কঠিন।

প্রবাদ-প্রবচন	অর্থ
শক্তের ভক্ত নরমের যম	শক্তিমান লোকের কাছে বিনীত ও বাধ্য থাকে এবং দুর্বলের ওপর অত্যাচার করে এমন।
শাক দিয়ে মাছ ঢাকা	জঘন্য অপরাধ গোপনের হাস্যকর চেষ্টা করা।
শুঁড়ির সান্ধী মাতাল	দুষ্টের সহায়ক দুষ্ট লোক।
শুভংকরের ফাঁকি	আসল কথা গোপন রেখে ছলনা করা।
সর্বাঙ্গে ব্যথা ঔষধ দেবো কোথা?	সর্বত্র গলদ থাকলে দূর করা যায় না।
সস্তার তিন অবস্থা	অল্পমূল্যের জিনিস খারাপ হয়।
সাপের পাঁচ পা দেখা	অহঙ্কারে স্ফিত হয়ে ওঠা।
সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে	প্রকৃত চরিত্র অভিজ্ঞ ব্যক্তিই বুঝতে পারে।
সুখে থাকতে ভূতে কিলায়	সুখের মর্যাদা না বুঝে স্বেচ্ছায় দুঃখ বরণ করা।
সবুরে মেওয়া ফলে	ধৈর্য ধারণ করলে ফল পাওয়া যায়।

প্রবাদ-প্রবচন	অর্থ
হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী	অকর্মণ্য ব্যক্তির ততোধিক অযোগ্য দোসর।
হাটে হাঁড়ি ভাঙা	গোপন কথা ফাঁস করে দেওয়া।
হাত ঝাড়া দিলে পর্বত	ধনাঢ্য ব্যক্তির ধনাধিক্যের নিদর্শন।
হাত দিয়ে হাতি ঠেলা	অসম্ভব ব্যাপারকে সম্ভব করার চেষ্টা করা।
হাতে নয় ভাতে মারা	প্রহার না করে কেবল উপবাস রেখে দুর্বল করা।
হাতির পাঁচ পা দেখা	অহঙ্কারী ব্যক্তির দাস্তিক আচরণ।
হাতে পাঁজি মঙ্গলবার	সাথে সাথে প্রমাণ।
হাতেরও যাবে পাতেরও যাবে	একূল ওকূল উভয় কূল হারানো।
হায়রে আমড়া কেবল আঁটি আর চামড়া	বাইরে চাকচিক্য ভেতরে শূন্যতা।

★ 'রাজযোটক' বাগধারাটি ব্যবহৃত হয় কোন অর্থে?

(a) বড়লোক

(b) পণ্ডশ্রম

(c) মমত্ববোধ

(d) চমৎকার মিল



বিগত বছরের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- ➔ 'গড্ডলিকা প্রবাহ' বাগ্‌ধারার 'গড্ডল' শব্দের অর্থ কী? [৪৭তম বিসিএস]
(ক) নদী (খ) স্রোত (গ) ভেড়া (ঘ) মশা
- ➔ 'ইতরবিশেষ' বলতে বোঝায়- [৪৪তম বিসিএস]
(ক) দুর্বৃত্ত (খ) চালাকি (গ) পার্থক্য (ঘ) অপদার্থ
- ➔ 'অর্ধচন্দ্র' কথাটির অর্থ- [৪৪তম বিসিএস]
(ক) অমাবস্যা (খ) গলাধাক্কা দেওয়া (গ) কাছে টানা (ঘ) কাস্তে
- ➔ 'সপ্তকাণ্ড রামায়ণ' বাগ্‌ধারার অর্থ কী? [৪৩তম বিসিএস]
(ক) রামায়ণের সাত পর্ব (খ) রামায়ণে বর্ণিত বৃক্ষ
(গ) রামায়ণে বর্ণিত সাতটি সমুদ্র (ঘ) বৃহৎ বিষয়
- ➔ 'গড্ডলিকা প্রবাহ' বাগ্‌ধারায় 'গড্ডল' শব্দের অর্থ কী? [৪৩তম বিসিএস]
(ক) স্রোত (খ) ভেড়া (গ) একত্র (ঘ) ভাসা
- ➔ 'উলুবনে মুক্তা ছড়ানো' প্রচলিত এমন শব্দগুচ্ছকে বলে- [৪২তম বিসিএস]
(ক) প্রবাদ-প্রবচন (খ) এককথায় প্রকাশ (গ) ভাবসম্প্রসারণ (ঘ) বাক্য সংকোচন

➔ শরতের শিশির— বাগ্ধারা শব্দটির অর্থ কী?

(ক) সুসময়ের বন্ধু (খ) সুসময়ের সঞ্চয়

(গ) শরতের শোভা

(ঘ) শরতের শিউলি ফুল

[৪০তম বিসিএস]

➔ শিব রাত্রির সলতে— বাগ্ধারা টির অর্থ কী?

(ক) শিবরাত্রির আলো (খ) একমাত্র সঞ্চয়

(গ) একমাত্র সন্তান

(ঘ) শিবরাত্রির গুরুত্ব

[৪০তম বিসিএস]

➔ ‘খনার বচন’ এর মূলভাব কী?

(ক) লৌকিক প্রণয়সংগীত

(গ) সামাজিক মঙ্গলবোধ

(খ) শুদ্ধ জীবনযাপন রীতি

(ঘ) রাষ্ট্র পরিচালনা নীতি

[৩৯তম বিসিএস]

➔ কোনটি বাগ্ধারা বোঝায়?

(ক) চৈত্র সংক্রান্তি (খ) পৌষ সংক্রান্তি

(গ) শিবে সংক্রান্তি

(ঘ) শিব-সংক্রান্তি

[৩৭তম বিসিএস]

Thank you

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়



Facebook Page

<https://www.facebook.com/uttoronacademy>



Facebook Group (BCS উত্তরণ)

<https://www.facebook.com/groups/www.uttoron.academy>



YouTube Channel

<https://www.youtube.com/@Uttoron>



BCS অনলাইন ও অফলাইনের সমন্বয়ে গোছানো প্রস্তুতি
(<https://www.youtube.com/watch?v=MFKW8FSNnPO>)



09666775566



www.uttoron.academy